بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১২-এর (১৭ তবলীগ, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

সে ধর্মই জীবন্ত যাতে সকল যুগে খোদার শক্তিমত্তার বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। আজ ইসলাম ধর্ম কেবল জীবন্ত ধর্ম হবার দাবীই করে না বরং কার্যতঃ এর প্রমাণও উপস্থাপন করে থাকে। ইসলামের খোদা এমন খোদা যিনি এখনও মানুষের মাঝে যার সাথে ইচ্ছা বাক্যালাপ করতে পারেন, যার সাথে চান কথোপকথন করেন, দোয়া গ্রহণ করেন এবং উত্তর দেন। আপন শক্তিমত্তার নিদর্শন রেখে থাকেন। বর্তমান যুগে তিনি প্রতিশ্রুতি অনুসারে নিজ শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন যাঁর আগমন সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সংবাদ দিয়েছিলেন।

অতএব মুসলমানদের মাঝে আহমদীয়া জামাত এমন একটি ফির্কা যারা আজও আল্লাহ্ তা'লাকে সর্বগুণের আধার এবং সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাসের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, আজও আল্লাহ্ তা'লা সেসব শক্তি রাখেন এবং সেসব শক্তি প্রদর্শন করেন যেমনটি তিনি আদিকাল থেকে প্রদর্শন করে এসেছেন। কিন্তু খাতামুল আম্বিয়া মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পর আল্লাহ্ তা'লা এটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌র সকল প্রকার নিয়ামত (পুরষ্কার) এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হতে পারে কেবল মাত্র মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমেই। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.) মহানবী (সা.)-এর সেই সত্যিকার ও নিষ্ঠাবান প্রেমিক; যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা বর্তমান যুগে ইসলামের পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর মাধ্যমে সত্যের পূর্ণাঙ্গীন প্রচারেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি (আ.) সেই জীবন্ত খোদা সম্পর্কে তাঁর এক রচনায় লিখেন, **‘সেই শক্তিশালী, চিরসত্য ও সম্পূর্ণ খোদাকে আমাদের আত্মা, আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রণাম জানায়; যার হাতে প্রতিটি আত্মা এবং এই সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাদের সকল বৈশিষ্ট্যসহ অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তাঁর অস্তিত্বের উপরই সকল অস্তিত্ব নির্ভরশীল। কোন কিছুই তাঁর জানার গন্ডি বা জ্ঞানের বাইরে নয়, তাঁর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয় আর না-ই তাঁর সৃষ্টি গন্ডির বাইরে। সেই পবিত্র নবী (সা.)-এর প্রতি সহস্র সহস্র দরূদ, সালাম রহমত ও কল্যাণরাজি বর্ষিত হোক যাঁর মাধ্যমে আমরা জীবন্ত খোদাকে পেয়েছি। যিনি বাক্যালাপ করে স্বয়ং নিজ অস্তিত্বের সাক্ষর রাখেন। তিনি অলৌকিক নির্দশনের মাধ্যমে তাঁর আদি ও পরিপূর্ণ শক্তির সমুজ্জ্বল বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন। অতএব এমন রসূল আমরা পেয়েছি যিনি আমাদেরকে খোদার দর্শন করিয়েছেন। আমরা এমন খোদাকে পেয়েছি যিনি তাঁর পূর্ণ শক্তি দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি কত মহিমান্বিত শক্তির অধিকারী, সব কিছু অস্তিত্ব লাভ করেছে তাঁর ইচ্ছায়, যাঁর তত্ত্বাবধান ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না। তিনিই আমাদের সত্যিকার খোদা, সীমাহীন কল্যাণের অধিকারী, অসীম শক্তির অধিকারী, অপার সৌন্দর্যের আধার, অসীম দয়ালু বা কৃপার আধার, যিনি ব্যতীত আর কোন খোদা নেই’**।

অতএব মহানবী (সা.) আমাদেরকে যে-ই খোদা দেখিয়েছেন ইনিই আমাদের সেই জীবন্ত খোদা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মহানবী (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে এক স্থানে বলেছেন, **‘নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে আমরা নবুয়তের সম্পূর্ণ ধারায় সবচেয়ে সাহসী নবী, জীবন্ত নবী ও আল্লাহ্ তা’লার সর্বাধিক প্রিয় নবী হিসেবে শুধু একজনকেই দেখতে পাই, আর তিনি হলেন নবীদের নেতা, রসূলদের গর্ব ও সমস্ত রসূলের মাথার মুকুট যাঁর নাম মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (সা.)। যাঁর আনুগত্যে দশ দিন অতিবাহিত করলে সেই নূর পাওয়া যায় ইতিপূর্বে যা হাজার বছর অনুসরণেও পাওয়া যেত না’**। (সিরাজে মুনীর-পৃ:৮২)

পুনরায় তিনি সারা পৃথিবীর মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করে বলেন, **‘হে সেই সব লোক, যারা এ ধরাপৃষ্ঠে বসবাস করছ! এবং হে সেই সব আত্মা! যারা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে অবস্থান করছ! আমি পূর্ণ দাবীর সাথে তোমাদেরকে আহ্বান করছি, পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম এবং কুরআন যে খোদাকে উপস্থাপন করেছে তিনি-ই প্রকৃত খোদা। আর চিরস্থায়ী আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী এবং প্রতাপ ও পবিত্রতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নবী হলেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। আমরা যাঁর আধ্যাত্মিক জীবন ও পবিত্র প্রতাপের এই প্রমাণ পেয়েছি যে, তাঁর আনুগত্য ও ভালবাসায় আমরা রূহুল কুদ্দুস ও আল্লাহ্ তা’লার সাথে বাক্যালাপ এবং ঐশী নিদর্শনের পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি’**। (তিরইয়াকুল কুলুব-পৃ:১১)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামের একজন বিজয়ী সেনাপতি হিসেবে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মুখবন্ধ করিয়েছেন। শুধু অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়েই নয় বরং আল্লাহ্ তা’লার বিশেষ সাহায্য-সমর্থন ও নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমেও। তিনি বিশ্ববাসীর কাছে এমন সব বিষয় উপস্থাপন করেছেন এবং এমন সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা আলিমুল গায়েব বা অদৃশ্যে জ্ঞাত আল্লাহ্ তা’লা ব্যতীত আর কেউই জানতে পারে না। জগদ্বাসী দেখেছে, আল্লাহ্ তা’লা পক্ষ থেকে অবগত হয়ে তিনি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা তাঁর অসাধারণ সমর্থনসূচক নিদর্শনসমূহের

মাধ্যমে কত আশ্চর্যজনক ভাবে পূর্ণ হয়েছে এবং ইসলামের জন্য তাঁর কতটা দরদ ছিল! ইসলাম বিরোধী ও মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা হানিকারীদের কীভাবে তিনি ডেকে বুঝাতেন আর বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করতে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কত উৎকণ্ঠিতভাবে দোয়া করতেন তা সাহাবীদের রচিত তাঁর জীবনালেক্ষ্য থেকে জানা যায়। আর তাঁর বই-পুস্তক ও বিভিন্ন রচনা থেকেও তা খুব ভালভাবে ফুটে উঠে। বিরোধীদের মুখ বন্ধের লক্ষ্যে সমর্থনসূচন নিদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার সমীপে করা তাঁর অসংখ্য দোয়া পাওয়া যায়। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বা বাহবা কুড়ানোর জন্য নয় বরং ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তাঁর মাঝে এক ধরনের ব্যাকুলতা ও একাগ্রতা ছিল যাকে পুঁজি করে তিনি দোয়া করতেন এবং যার কারণে তিনি দোয়া করতেন। সেসব নিদর্শনের একটি নিদর্শন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে তাঁর দোয়ার ফলে দিয়েছেন, তাঁকে দিক নির্দেশনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, **'তুমি হুশিয়ারপুর যাও এবং সেখানে গিয়ে চিল্লাকশি কর'**। এ চিল্লাকশি চলাকালে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে একটি নিদর্শন দিয়েছেন যা ছিল এক প্রতিশ্রুত পুত্র সংক্রান্ত আর প্রতিটি আহমদী যাকে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষদ্বাণী হিসেবে জানে। এটি অনেক বড় একটি নিদর্শন! কেননা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়া এবং ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত সেসব বৈশিষ্ট্য তাঁর মাঝে সৃষ্টি হওয়া, তাঁর দীর্ঘায়ু লাভ— এসব বিষয় এই প্রমাণ বহন করে যে, এটি অনেক বড় একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এটি নিশ্চিতরূপে একটি ঈমানবর্ধক ভবিষ্যদ্বাণী, যারা এ ভবিষ্যদ্বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখেছে এবং প্রতিশ্রুত এ পুত্র সন্তানের বিভিন্ন কীর্তির কথা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছিলেন তা মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সত্তায় পূর্ণ হতে দেখেছে।

যাহোক এখন আমি ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দগুলো উপস্থাপন করছি। অনেক বার আমরা শুনে থাকি, আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে কয়েক দিনের ভেতর যখন জলসা হবে তাতেও আপনারা শুনবেন আর বিজ্ঞাপনগুলোর মাঝে এ বাক্য রয়েছে। বিজ্ঞাপনের সংকলন বা 'মজমুয়া ইশতিহারাত'-এ তিনি লেখেন, **মহা সম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলহাম ও জ্ঞানের ভিত্তিতে (সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে), পরম দয়ালু ও কৃপালু , সুমহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ খোদা যিনি সর্বশক্তিমান, মহা মর্যাদাবান ও গৌরবময় নামের অধিকারী; তিনি আমাকে স্বীয় ইলহামের মাধ্যমে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী তোমাকে দয়ার একটি নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার ক্রন্দন শুনেছি এবং তোমার দোয়া সমূহকে নিজ কৃপাগুণে গ্রহণ করেছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। অতএব শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেয়া হচ্ছে। কৃপা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে প্রদান করা হচ্ছে। বিজয় ও সফলতার চাবি তুমি পেতে যাচ্ছ। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলেছেন, যেন জীবন প্রত্যাশীরা মৃত্যুর কবল হতে মুক্তি লাভ করে, কবরে প্রোথিতরা তা হতে বেরিয়ে আসে, ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্‌র বাণীর (কুরআন) মর্যাদা মানবজাতির সামনে প্রকাশিত হয়, সত্য স্বীয় কল্যাণরাজি সহ উপস্থিত হয়, মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণ সহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝতে পারে যে, আমি সর্বশক্তিমান; যা ইচ্ছা করে থাকি। আর যেন তাদের প্রতীতি জন্মে যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি। যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, খোদা, তাঁর ধর্ম এবং তাঁর কিতাব ও পবিত্র রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করে তারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শনপ্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের পথ প্রকাশ পেয়ে যায়। অতএব তোমার জন্য সুসংবাদ, এক**

সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেয়া হবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত সন্তান হবে। সুদর্শন পবিত্র পুত্র তোমার অতিথি আসছে, তার নাম হবে আনমুয়ায়েল ও বশীর। তাকে পবিত্রাত্মা দেয়া হয়েছে এবং সে নোংরামী থেকে মুক্ত আর আল্লাহ্‌র নূর। কল্যাণময় সে যে আকাশ থেকে আসে। তাঁর সঙ্গে 'ফযল' আছে, যা তার আগমনের সাথে আসবে। সে মহামহিম, ঐশ্বর্যশালী ও সম্পদশালী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার নিরাময়ী বৈশিষ্ট্য ও 'পবিত্র আত্মার' প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করবে। সে আল্লাহ্‌র নিদর্শন, কারণ খোদার করুণা ও প্রবল মর্যাদাবোধ তাকে মর্যাদার নিদর্শন হিসেবে পাঠিয়েছে । সে অত্যন্ত ধীমান, বুদ্ধিমান ও কোমলমতি হবে আর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে সমৃদ্ধ করা হবে। সে তিনকে চার করবে, সোমবার শুভ সোমবার। স্নেহাস্পদ ও সম্মানিত প্রিয় পুত্র। অনাদি ও অনন্ত সত্তা এবং সত্য ও মাহাত্ম্যের প্রতীক আল্লাহ্‌র বিকাশস্থল, যেন আল্লাহ্ স্বয়ং আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়েছেন (মাযহারুল আওয়ালে ওয়াল আখেরে মাযহারুল হাক্কে ওয়াল-ওলা কাআন্নাল্লাহা নাযালা মিনাস সামা)। অত্যন্ত কল্যাণমন্ডিত এবং ঐশী প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। আলো আসছে আলো। খোদা তাকে তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভে সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে আপন পবিত্র আত্মা ফুঁকে দিব এবং খোদার ছায়া তার শিরে থাকবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বড় হবে, বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। জাতিগণ তার দ্বারা আশিসমন্ডিত হবে। এরপর আকাশে তার জন্য নির্ধারিত স্থানে সে উত্তোলিত হবে। ওয়া কানা আমরাম মাকযিয়া (অর্থাৎ এটি একটি অবধারিত বিষয়)'। (ইশতেহার ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬)

উক্ত 'মজমুয়া ইশতেহারাত' বা বিজ্ঞাপনের সংকলনের প্রথম খন্ডে এসব কিছু লেখা রয়েছে। অতএব এ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই সত্য প্রমাণিত হয়েছে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সত্তায়, আমি পূর্বেও তা উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জানিয়েছিলেন, তুমি-ই মুসলেহ্ মওউদ আর তিনি (রা.) স্বয়ং ১৯৪৪ সনে এ সংক্রান্ত ঘোষণা দেন, যা পূর্বে বলেছি। আর আমি যেভাবে বলেছি আগামী কয়েকদিন বিভিন্ন জামাতে এ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি হবে যেন জামাতের প্রত্যেক সদস্য জানতে পারে, এটি এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা অতি মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলতে চাই যা পূর্বেও আমি কয়েকবার উল্লেখ করেছি। বিশেষ করে সেসব লোকদেরকে বলছি, যারা জাগতিক ভাব ধারায় প্রভাবিত, যারা নিজের জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে আগ্রহী, যাদের ধর্মীয় জ্ঞান অপ্রতুল, জন্ম বার্ষিকী সম্বন্ধে প্রশ্ন করে বলে, যদি আমরা মুসলেহ্ মওউদ দিবস পালন করে থাকি তাহলে অন্যান্য খলীফার (জন্ম) দিন কেন পালন করি না এবং জন্মদিবস কেন পালন করি না? অর্থাৎ অন্যান্য খলীফার জন্মদিনের নামে নিজেদের জন্মদিন পালন করতে চায়। অতএব এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই, হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদের জন্মদিন পালন করা হয় না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী ১২ জানুয়ারী ১৮৮৯ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম হয় জানুয়ারী মাসে আর যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা তাঁর (রা.)-এর জন্মের তিন বছর পূর্বে করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সনে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এর পূর্ণতার দিন পালন করা হয় এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য ছিল আর এ দিক থেকে এই ভবিষ্যদ্বাণী একটি মাইলফলকও বটে।

অতএব এ বিষয়টি স্পষ্ট করার পর আমি বলতে চাই, এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলো দিক রয়েছে যা বর্ণনাও করা হয় কিন্তু এখন আমি এর মধ্যে থেকে দু'টি দিক নিয়ে আলোচনা করব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাকে মুসলেহ্ মওউদ আখ্যা দিয়েছেন এবং ইসলাম সম্পর্কে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সম্পর্কে এবং মুসলিম উম্মাহ্ সম্পর্কে মুসলেহ্ মওউদের নিজের হৃদয়ের চিত্র কী এবং কেমন ছিল? সবক'টি দিক যদি নেয়া হয় তাহলে প্রায় বায়ান্নটি পয়েন্ট হবে কিন্তু এখন (সবক'টি নিয়ে আলোচনার) সময় নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেও হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদকে মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল মনে করতেন।

তিনি (আ.) রূহানী খাযায়েনের ১৫তম খন্ডভূক্ত তিরইয়াকুল কুলুব পুস্তকের ২২৯ পৃষ্ঠায় বলেন, **'আমার বড় ছেলে মাহমুদের জন্মগ্রহণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যা সবুজ রঙের কাগজে ছাপা হয়েছিল ১৮৮৮ সনের ১০ জুলাই এবং ১৮৮৮ সনের পহেলা ডিসেম্বরের বিজ্ঞাপনে। সবুজ রঙের বিজ্ঞাপনে এটিও লিখা হয়, যে ছেলে জন্মগ্রহণ করবে তার নাম মাহমুদ রাখা হবে। আর এ বিজ্ঞাপন মাহমুদের জন্মের পূর্বেই লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে প্রকাশ করা হয়েছে। এখনো আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ঘরে শত শত বিজ্ঞাপন হয়তোবা পড়ে থাকবে। আর একইভাবে ১০ জুলাই ১৮৮৮ সনের বিজ্ঞাপনও প্রত্যেকের ঘরে থেকে থাকবে। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণীর সংবাদ বিজ্ঞাপনের সুবাদে পূর্ণমাত্রায় পৌঁছানের সুবাদে মুসলমান, খ্রিস্টান এবং হিন্দুদের মধ্যে থেকে সকল ফির্কাও এ সংবাদ সম্পর্কে যখন অবহিত হলো তখন খোদা তা'লার কৃপা এবং করুণার ফলশ্রুতি স্বরূপ ১২ জানুয়ারী ১৮৮৯ সন মোতাবেক ৯ জমাদিউল আউয়াল ১৩০৬ হিজরী রোজ শনিবার মাহমুদ জন্মগ্রহণ করে। আর তার জন্মগ্রহণের সংবাদ আমি সেই বিজ্ঞাপনে দিয়েছি, যার শিরোনামে মোটা অক্ষরে "তকমিলে তবলীগ" লেখা রয়েছে। যাতে বয়আতের দশটি শর্ত উল্লিখিত রয়েছে'।**

আর এর ৪র্থ পৃষ্ঠায় প্রতিশ্রুত পুত্র সম্পর্কে এ ইলহাম রয়েছে, 'আয়ে ফখ্রে রুসূল কুরবে তু মা'লুমাম শুদ দের আমেদেহি যেরাহে দূর আমেদেহি' অর্থাৎ **'হে রসূলগণের গৌরব! খোদার যে নৈকট্য তুমি লাভ করবে তা আমি অবগত। তুমি দেরীতে এসেছ এবং দূরের রাস্তা থেকে এসেছো'।**

অতঃপর তাঁর রূহানী খাযায়েনের ১২তম খন্ডভূক্ত পুস্তক 'সিরাজে মুনীর' পুস্তকের ৩৬তম পৃষ্ঠায় লিখেন, **'পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণী আমি আমার ছেলে মাহমুদের জন্ম সম্পর্কে করেছিলাম, এখন সে জন্মগ্রহণ করবে এবং তার নাম মাহমুদ রাখা হবে এবং এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারের জন্য সবুজ রঙের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে ও হাজারো মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। সেই ছেলে ভবিষ্যদ্বাণীতে নির্ধারিত সময় জন্মগ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে তার বয়স নয় বছর'।**

এরপর তিনি রূহানী খাযায়েনের ২২তম খন্ডভূক্ত হকীকাতুল ওহী পুস্তকের ৩৭৩তম পৃষ্ঠায় বলেন, **'একইভাবে আমার ছেলে (অর্থাৎ তার পূর্বের ছেলে) যখন মারা গেল তখন অজ্ঞ মৌলভী ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গ, খ্রিস্টান এবং হিন্দুরা তার মৃত্যুতে অনেক উল্লসিত হয়েছে, অথচ তাদেরকে বারবার বলা হয়েছিল, ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারীর ভবিষ্যদ্বাণীতে এ-ও বলা হয়েছিল, কতিপয় ছেলে মারাও যাবে তাই অল্প বয়সে কোন ছেলের ইন্তেকাল করা অবধারিত ছিল। এরা তবুও আপত্তি করা থেকে বিরত হলো না, তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আরো একটি ছেলের সুসংবাদ দিলেন। আমার পুস্তিকা সুবজ ইশতেহারের সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় ছেলেটির জন্মগ্রহণ সম্পর্কে সুসংবাদ রয়েছে যে, দ্বিতীয় বশীর দেয়া হবে যার আরেকটি নাম মাহমুদ হবে, যদিও আজ পর্যন্ত অর্থাৎ পহেলা সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ পর্যন্ত তার জন্ম হয় নি তবে খোদা তা'লার অঙ্গীকারানুযায়ী নিদৃষ্ট**

সময়ের মধ্যে সে অবশ্যই জন্মগ্রহণ করবে। পৃথিবী ও আকাশ টলে যেতে পারে কিন্তু খোদার অঙ্গীকার টলার নয়'।

হকীকাতুল ওহীতে সবুজ ইশতেহারের সপ্তম পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিচ্ছেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তদনুযায়ী ১৮৮৯ সনের জানুয়ারী মাসে ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে আর তার নাম মাহমুদ রাখা হয়েছে, সে এখন পর্যন্ত জীবিত আছে ও তার বয়স সতের বছর।

এরপর রূহানী খাযায়েনের ১৫তম খন্ডভূক্ত তিরইয়াকুল কুলুব পুস্তকের ২১৪ পৃষ্ঠায় তিনি (আ.) বলেন, **'আমার প্রথম ছেলে জীবিত আছে যার নাম মাহমুদ। তার জন্মের পূর্বেই আমাকে দিব্যদর্শনে তার জন্মের সংবাদ দেয়া হয়েছিল এবং মসজিদের দেয়ালে তার নাম 'মাহমুদ' লিখিত দেখতে পাই। তখন আমি এ ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রকাশ করার জন্য সবুজ রঙ এর কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাই যা প্রকাশ করা হয় পহেলা ডিসেম্বর ১৮৮৮ সনে। এ বিজ্ঞাপনটি ১৮৮৮ সনের পহেলা ডিসেম্বরে হাজারো মানুষের মাঝে বিলি করা হয়। আর এ বিজ্ঞাপনের বেশকিছু এখনও আমার কাছে আছে'।**

এরপর রূহানী খাযায়েনের ১১তম খন্ড বা 'ইঞ্জামে আথম'-এর পরিশিষ্ঠের ২৯৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, **'এছাড়া তিনটি ছেলে জীবিত থাকাও একটি নিদর্শন, প্রত্যেকের জন্মগ্রহণের পূর্বেই তার জন্মের সংবাদ দেয়া হয়েছে। অতএব আমার বড় ছেলে মাহমুদ; তার জন্ম সম্পর্কে এই সবুজ ইশতেহারে সুস্পষ্ট ভাবে মাহমুদ নাম সহ ভবিষ্যদ্বাণী আছে যা পূর্বে জন্ম গ্রহণকারী ছেলের মৃত্যু সম্বন্ধে ছাপানো হয়েছিলো। এটি পুস্তিকার মত কয়েক পাতার একটি বিজ্ঞাপন যা সুবজ রঙ এর কাগজে ছাপা হয়েছিল'।**

যাহোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মির্যা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদকে প্রতিশ্রুত সন্তান বলে জানতেন। যিনি পৃথিবীতে এক বিপ্লব সাধন করেছেন। কতক মানুষ আজও এ ব্যাপারে আপত্তি করে বলে আমি এই ব্যখ্যাটি করলাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী ((রা.)-এর ৫২ বছর ব্যাপী দীর্ঘ খিলাফত কাল এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার এক জ্বলন্ত সাক্ষ্য। তাঁর (রা.)-এর লেখা ও বক্তৃতা সেই বেদনায় পরিপূর্ণ ছিল যা ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তাঁর অন্তরে ছিল। তাঁর (রা.) জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি এ কথার এক জ্বলন্ত উদাহরণ যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করেছিলেন। মোটকথা তাঁর যে বায়ান্ন বা অন্য দৃষ্টিকোন থেকে আটান্নটি বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হয়, তা বিশ্লেষণ করলে ভবিষ্যদ্বাণীতে যতগুলো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে তা আমরা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর জীবনে দেখতে পাই। যেমন আমি বলেছি, এ দৃষ্টিকোন থেকেও তাঁর বক্তৃতা ও রচনাবলী থেকে আমি কিছু কথা তুলে ধরব, কিছু উদ্ধৃতি পেশ করব যেগুলোতে তাঁর মহান প্রত্যয় ফুটে উঠে এবং তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবার পরিচয় মেলে।

তিনি (রা.) তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিতরা যখন আসেন তখন তাদের জামাতভূক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি এই ধারণা করে, আমি ছাড়া অন্য কেউ ধর্মের কাজ করবে না। একথা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেলে সে তা সম্পাদনের জন্য নিজের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে। বরং বলা উচিত সে উম্মাদের ন্যায় হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন আমি এই মর্মেও মন্তব্য শুনেছি, তাঁর মৃত্যু অসময়ে হয়েছে। এমন মন্তব্যকারীরা একথা বলতনা যে, নাউযুবিল্লাহ্ তিনি মিথ্যাবাদী।** (কেননা তারা মানতো, আহমদীদের মধ্য থেকেই এমন কথা

উঠেছিল) **কিন্তু এটি বলত যে, এমন সময় তাঁর (আ.) মৃত্যু হয়েছে যখন তিনি খোদা তা'লার বাণী পূর্ণরূপে পৌঁছান নি, এছাড়া কতক ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয় নি'**। তিনি (রা.) বলেন, **'আমার বয়স তখন মাত্র উনিশ বছর। আমি যখন এ ধরনের কথা শুনলাম তখন তাঁর মরদেহের পাশে মাথার দিকে দাঁড়িয়ে খোদা তা'লাকে সম্বোধন করে বললাম, হে খোদা! ইনি তোমার প্রিয় বান্দা ছিলেন। যতক্ষণ তিনি জীবিত ছিলেন, তোমার ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। যেহেতু তুমি তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছো, এখন লোকেরা বলছে, অসময়ে তার মৃত্যু হয়েছে। এরূপ কথা যারা বলে তাদের জন্য বা তাদের অন্য সাথীদের জন্য এ ধরনের কথা পদস্খলনের কারণ হতে পারে এবং জামাতের ঐক্য বিনষ্ট হতে পারে। তাই হে খোদা! আমি তোমার কাছে এ অঙ্গীকার করছি, সমগ্র জামাতও যদি তোমার ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমি একা এর জন্য জীবন বাজি রেখে লড়ব।'**

তখন আমি বুঝেছিলাম যে, এ কাজ আমাকেই করতে হবে। এবং এটিই সেই অনুপ্রেরণা ছিল যা উনিশ বছর বয়সেই আমার হৃদয়ে এমন এক আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল যে, আমি আমার সমগ্র জীবন ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করি এবং অন্য সব উদ্দেশ্য ত্যাগ করে শুধু এই একটি উদ্দেশ্যই সামনে রাখি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে কাজের জন্য এসেছিলেন, এখন আমিই তা সম্পাদন করব। তখন আমার হৃদয়ে যে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছিল, আজ পর্যন্ত আমি তা নিত্য-নতুন স্বাদে নিজের ভেতর অনুভব করি। আর আমি তাঁর (আ.) শবদেহের পাশে দাঁড়িয়ে যে অঙ্গীকার করেছিলাম তা বিজ্ঞ সফরসঙ্গী হিসেবে আমাকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যায়। আমার সেই অঙ্গীকারই আজ পর্যন্ত আমাকে এমন দৃঢ়তার সাথে এ সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে যে, আমার বিরুদ্ধে বিরোধিতার শত সহস্র ঝড় উঠেছে, কিন্তু খোদা তা'লা আমাকে যে পাথরের উপর দাঁড় করিয়েছেন তা সেই পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে নিজেই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে। আর বিরোধীদের সব চেষ্টা, ষড়যন্ত্র এবং দুস্কৃতি যা তারা আমার বিরুদ্ধে করেছে তা তাদেরই বিরুদ্ধে গেছে। খোদা তা'লা তার বিশেষ করুণার সাথে আমাকে সর্বক্ষেত্রে সাফল্যের মুখ দেখিয়েছেন। এমনকি ঐসব লোক যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর সময় বলত যে, তার মৃত্যু অসময়ে হয়েছে; তারা তাঁর মিশনের সাফল্য দেখে বিষ্ময়ে হতবাক হয়েছে'।

জনসমক্ষে প্রদত্ত তাঁর যেই বক্তৃতার কথা বললাম তা অব্যাহত আছে। এরপর তিনি এই বলে জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, 'জামাতের প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব হলো, নিজেকে এই প্রেরণায় সমৃদ্ধ করা যে তাকেই ধর্মের কাজ করতে হবে। এখন ধর্মের কাজের দায়িত্ব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমার। এজন্য একটি অঙ্গীকার করতে হবে। যে এই অঙ্গীকার করবে , সর্বাবস্থায় আমি ধর্মের সেবা করাকে অগ্রগণ্য রাখবো' সে ধরে নিতে পারে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করে যে উদ্দেশ্যে লাভ করার ছিল, তা সে লাভ করতে সক্ষম হবে। কেননা তাঁর মিশনকে এগিয়ে নেয়াই হলো, সেই উদ্দেশ্যে। এছাড়া তিনি (রা.) আরো বলেন, **'যদি আমাদের মাঝে এই প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে কোন সমস্যাই আর সমস্যা থাকবে না। পথের সকল সমস্য তুচ্ছ মনে হবে'**।

আবার ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর জন্য নিজের হৃদয়ের ব্যথাকে এক জায়গায় এভাবে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, 'আসল জিনিষ হলো, জগতে ইসলামের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। আমাদেরকে পুনরায় সমস্ত মুসলমানকে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আবার আমাদেরকে ইসলামের

পতাকা বিশ্বের সকল দেশে উড়াতে হবে। আমাদেরকে আবার মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর নামকে সম্মান ও মহিমার সাথে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাতে হবে। পাকিস্তানের পতাকা সমুন্নত দেখেও আমাদের আনন্দ লাগে মিশরের পতাকা সমুন্নত দেখেও আমাদের আনন্দ লাগে। আরবের পতাকা সমুন্নত হলেও আমাদের আনন্দ লাগে। ইরানের পতাকা সমুন্নত হতে দেখেও আমাদের আনন্দ লাগে। কিন্তু আমাদের প্রকৃত আনন্দ তখন হবে যখন সকল দেশ পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি রাখবে। আমাদেরকে ইসলামের হারানো ঐতিহ্য পুনর্বহাল করতে করতে হবে। আমাদেরকে খোদা তা'লার শাসন জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদেরকে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শাসন জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদেরকে সুবিচার ও ন্যায়নীতি জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পাকিস্তানকে ন্যায়নীতি ও সুবিচার ভিত্তিক ইলামিক ইউনিয়নের প্রথম সিঁড়ি বানাতে হবে। এটিই সেই ইসলামিক রাজত্ব যা জগতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। হায়! পাকিস্তানের জনগণ, হাল আমলের নেতারা ও স্বঘোষিত উলামারা যারা পাকিস্তানকে উন্নত করার দাবী করে তারা যদি এ বিষয়টি অনুধাবন করতো।

তিনি (রা.) বলেন, **'যা প্রত্যেককে তার অধিকার প্রদান করবে। প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। আর প্রত্যেককে তার অধিকার প্রদান করবে। যেখানে রাশিয়া ও আমেরিকা ব্যর্থ হয়েছে সেখানে ইনশাআল্লাহ্ মক্কা মদিনাই সফল হবে'।**

তিনি (রা.) বলেন, **কেবল মক্কা আর মদিনাই সফল হবে। তিনি বলেন, এ কথাগুলো এই সময় এক পাগলের প্রলাপ মনে হচ্ছে। কিন্তু জগতে অনেক লোক যারা অসাধারণ পরিবর্তন সাধন করে তাদেরকে পাগলই বলা হয়। আমাকেও যদি লোকেরা পাগল বলে তবে এতে আমার লজ্জার কিছু নেই। আমার হৃদয়ে এক আগুন বিরাজ করছে, এক বুক জ্বালা আমার সাথী, এক উত্তাপ রয়েছে যা আমাকে অষ্টপ্রহর দাহ করছে। আমি ইসলামকে এর লাঞ্ছিত অবস্থান থেকে সম্মানের আসনে সমাসীন করতে চাই। আমি আবার মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামকে জগতের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাতে চাই। আমি আবার কুরআনের শাসন জগতে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমি জানি না, এটি আমার জীবদ্দশাতে হবে, না আমার পরে হবে। কিন্তু এটি আমি জানি, আমি ইসলামের সর্বোচ্চ অট্টালিকায় স্বহস্তে একটি ইট লাগাতে চাই বা এতোগুলো ইট লাগাতে চাই যতগুলো ইট লাগানোর সুযোগ খোদা তা'লা আমাকে দান করেন। আমি এই মহান অট্টালিকাকে পরিপূর্ণতা দিতে চাই বা এই অট্টালিকাকে এত উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই যে পর্যায়ে নিয়ে যাবার সুযোগ খোদা তা'লা আমাকে দান করেন। আর আমার শরীরের প্রতিটি বিন্দু ও আমার আত্মার সর্বশক্তি খোদা তা'লার কৃপায় এই কাজের জন্যই নিয়োজিত হবে আর পৃথিবীর বড় থেকে বড় কোন শক্তিও আমার এই ইচ্ছায় বাঁধ সাধতে পারবে না'।**

অতএব এ হলো সেই মহান প্রতিশ্রুত ও দৃঢ় প্রত্যয়ী পুত্র! যিনি তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতা স্পষ্ট করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমাদের মুসলেহ মওউদ দিবস পালন প্রকৃত অর্থে তখনই সফল হবে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী নিজেদের মাঝে এই ব্যাকুলতা সৃষ্টি করবে। কেননা আমাদের লক্ষ্য অতি মহান ও অনেক উঁচু, যা অর্জন করার জন্য দৃঢ় মনোবল প্রদর্শন করতে হবে। আর নিজেদের মাঝে উন্নত পরিবর্তনও আনতে হবে। পবিত্র পরিবর্তনও সাধন করতে হবে এবং খোদা তা'লার সাথে একটি গভীর সম্পর্ক তৈরী করতে হবে। ইসলামের জন্য সহমর্মিতাও নিজের হৃদয়ে

সৃষ্টি করতে হবে। হযরত নবী করীম (সা.)-এর প্রতি হৃদয়ে ভালবাসার বেদনা সৃষ্টির মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশও ঘটাতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যে অশেষ গুণাবলীর অধিকারী পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছিলেন তা সত্যিকারে এই তাৎপর্যের পরিচায়ক ছিল যে, তোমার (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)- এর) জামাত কেবল তোমার আয়ুস্কাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না। যেই লক্ষ্য নিয়ে তুমি দন্ডায়মান হয়েছ তা কেবল তোমার আয়ুস্কাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং তোমার এক পুত্র যিনি প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে অনন্য, যিনি পৃথিবীতে ইসলামের বিস্তারের আকুলতায় তোমার প্রতিচ্ছবি হবেন। মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা পৃথিবীতে প্রোথিত করার মানসে যাঁর হৃদয় সদা ব্যাকুল থাকবে। আর তা শুধু সেই পুত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং পরবর্তিতেও সেই মিশনকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা দ্বিতীয় কুদরত বা খিলাফত ব্যবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যা এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে আর দ্বিতীয় কুদরত বা খিলাফতকে এমন সাহায্যকারী হৃদয় দেয়া হবে যারা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান সেবকের কাজকে তরান্বিত করার জন্য কুদরতে সানীয়া যা খিলাফতের সাহায্যকারী হবে।

অতএব আজকে যেখানে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি আমাদের কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ সেখানে এই কথার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা যে অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী পুত্রের শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন এবং যেই একাগ্রতা ও প্রত্যয়ের সাথে সেই প্রতিশ্রুত পুত্র জামাতকে সামনে এগিয়ে চলার পথ দেখিয়েছেন অর্থাৎ তিনি একটি চমৎকার ব্যবস্থাপনা দান করেছেন, জামাতের তরবিয়তী অবকাঠামোর পাশাপাশি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের আকর্ষণীয় বাণী পৌঁছানোর জন্য এমন একটি সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন, যার ফল প্রতিদিন নব মহিমায় প্রকাশিত হচ্ছে। এই ব্যবস্থাপনার দৃঢ়তার জন্য প্রত্যেক আহমদীকে স্ব-স্ব ভুমিকা পালন করা উচিত। আজকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আরব বিশ্বেও এই ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এশিয়ার অন্যান্য দেশেও এই নিযাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়াতেও এই নিযাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দ্বীপপুঞ্জেও এই নিযাম প্রতিষ্ঠিত আছে।

অতএব যেখানেই আহমদীরা একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করে এই ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত হয়েছে সেখানে তাদের এ কথার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত যে, আমরা কেবল নিজেদের সংশোধন করেই ক্ষান্ত হবো না বা বরং নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মকেও সামলাতে হবে। তাদের হৃদয়েও এই বিষয় গেঁথে দিতে হবে, তোমাদেরকে এই ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভূক্ত হতে হবে আর নিজেদের মহান উদ্দেশ্য ভুললে চলবে না যা কিনা ধরাপৃষ্ঠে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর পতাকাকে উড্ডীয়মান রাখা এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। আর এর জন্য সকল ধরনের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই লক্ষ্য অর্জন না করবে ততক্ষণ স্বস্তির নিঃশ্বাস নেবে না। নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে এ প্রেরণা সঞ্চার করতে হবে যে, এই সুমহান উদ্দেশ্যকে ব্যহত হতে দিবে না।

অতএব যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, আজ পৃথিবীর সকল প্রান্তে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত আর কাদিয়ান থেকে উত্থিত সেই ধ্বনি আজ পৃথিবীর কোনায় কোনায় বিস্তার লাভ করেছে আর

একে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিস্তারের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক বড় ভূমিকা ছিল হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর। কাজেই মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাকে সামনে রেখে জলসা করার সময় নিজেদের সংকল্পে এবং অনুষ্ঠানমালায় এমন এক প্রাণ সঞ্চার করুন যা আপনাদের চিন্তা-চেতনাকে নুতনভাবে উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত করবে আর সেই সকল ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে সামনে রাখুন যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, যার সম্পর্কে আমি উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম দেশে বসবাসকারী আহমদী এই মর্মে চেষ্টা করুন, আমাদেরকে ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা আমাদের নেতা ও অভিভাবক রহ্মাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বানাতে চেয়েছিলেন। সেই ইসলামী সাম্রাজ্য গড়তে হবে যা আপন-পর সবার অধিকার সংরক্ষণ করে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করবে। পৃথিবীবাসী যেন জানতে পারে, মহানবী (সা.) মানব দরদী রসূল ছিলেন। আর এটিই অনেক বড় একটি কাজ যা আমাদেরকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে এবং এই পৃথিবীবাসীর সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

প্রত্যেক মুসলিম দেশকে এটি বুঝাতে হবে, মহানবী (সা.) এসব কাজের জন্যই পৃথিবীতে এসেছিলেন কেননা, এটিও আমাদের একটি লক্ষ্য। আর এটি সেই কাজ যা সম্পন্ন করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছিলেন আর এই কাজই আজ আহমদীয়া জামাতকে করতে হবে। আর প্রত্যেক মুসলমানকে, প্রত্যেক মুসলিম দেশকে এই কথা বিশ্বাস করাতে হবে যে, এ হলো আমাদের উদ্দেশ্যাবলী। যদি আমাদের বিরোধিতার কারণে এরা আমাদের কথা না শোনে তাহলে বিগলিত চিত্তে তাদের জন্য দোয়া করতে হবে; যেন তারা এই বিষয়টি অনুধাবনে সক্ষম হয়। দোয়া করতে আমাদেরকে কেউ বাঁধা দিতে পারবে না। পাকিস্তান হোক বা সৌদী আরব বা মিশর হোক বা সিরিয়া বা ইরান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া সুদান বা যে কোন মুসলিম দেশ হোক না কেন তাদেরকে এটি বলতে হবে, বিচ্ছিন্ন ও পৃথক থেকে তোমাদের গ্রহণযোগ্যতা কখনোই সৃষ্টি হতে পারে না। তোমাদের ভাবমূর্তি তখনই অর্জিত হবে আর তোমাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা এতেই নিহিত আর এদের প্রতাপ তখনিই প্রকাশ পাবে যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের মাহাত্ম্যের কথা ভাববে। এই বার্তাটিই আমাদেরকে সেসব দেশগুলোকে দিতে হবে যে, তখনই এটি সম্ভব হবে যখন তারা স্ব স্ব দেশে এবং প্রতিবেশি দেশগুলোর ক্ষেত্রেও দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে চিন্তা করবে। আজ আমাদেরকে মিশরের সার্থেও চেষ্টা করতে হবে আর সিরিয়ার সার্থেও চেষ্টা করে যেতে হবে। লিবিয়ার ক্ষমতাসীনদের কাছেও এই বাণী পৌঁছাতে হবে, যদি নিজেদের গোত্র ও ফির্কাকেই প্রাধান্য দাও আর এর জন্য অন্যায় করতে থাক তাহলে স্বহস্তে নিজের দেশকে অন্তঃসারশূন্য করবে। দেশ হিসেবে বা মুসলিম উম্মত হিসেবে তোমরা কখনো শক্তি অর্জন করতে পারবে না। বরং দুর্বলতা কেবলই বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর অন্যরা তোমাদেরকে অধিনস্ত করবে। এর ফলে বিভিন্ন দেশ দাসত্বের শৃঙ্খলেও আবদ্ধ হতে পারে কিন্তু আমার দোয়া থাকবে এমনটি যেন না হয়।

অতএব তাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছাতে হবে যে, ভাবো আর শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির কথা চিন্তা করো না। নিজের গোত্র ও ফির্কার প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করবে না নতুবা সবকিছু হারিয়ে বসবে। দেশের স্বাতন্ত্র্য ভাবমূর্তির চিন্তা না করে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করো।

আল্লাহ্ তা'লা এ মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যে সত্তাকে প্রেরণ করেছেন তার কথার প্রতিও কর্ণপাত করো। কাজেই এ মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক দেশে বসবাসকারী আহমদীদের নিজেদের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী লোকদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে দোয়ার মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। যেমন কিনা আমি গতবছরও বলেছি, আমাদের প্রত্যেককে জগতের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করে সংশোধনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে যাতে মুসলেহ্ মওউদের উদ্দেশ্যাবলী যা মুলতঃ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনেরই পরিপূর্ণতা বরং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকাতলে জগদ্বাসীকে সমবেত করার যে মহান পরিকল্পনা রয়েছে আমরা যেন তা সম্পন্ন করতে পারি। অতএব এ যুগ যখন কিনা বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর পরাশক্তিগুলোর লোভাতুর দৃষ্টিও ইসলামী দেশ সমূহের সম্পদের প্রতি রয়েছে। এহেন অবস্থায় প্রত্যেক আহমদীকে অনেক চেষ্টা করে সকল ইসলামী দেশ সমূহকে এবং মুসলমানদেরকে কামনা-বাসনার পূজারীদের অন্যায় বাসনা চরিতার্থ করা থেকে রক্ষার জন্য যার যার অবস্থান থেকে পদক্ষেপ নেয়া উচিত। যেভাবে আমি বলেছি, এর জন্য সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে দোয়া। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান দেশের শাসক এবং নেতাদেরকেও বিবেক -বুদ্ধি দান করুন। তারা যেন ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে চিন্তা করতে শিখে। আলেম শ্রেণীও যেন বিবেক-বুদ্ধি খাটায়; সাধারণ জনগণ যাদেরকে জ্ঞানী ও আধ্যাত্মিকতায় অগ্রগামী মনে করে তারা যেন নিজেদের স্বার্থ না দেখে কুরআনের শিক্ষাকে বুঝার চেষ্টা করে। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সাধারণ মানুষ ও শাসক গোষ্ঠীকে লড়ানোর পরিবর্তে তাক্বওয়া যেন অবলম্বন করে। আর আমি বলেছি এর সর্বোত্তম সমাধান হলো, যুগ ইমামের ডাকে সাড়া দিয়ে তা শিরোধার্য করা। সাধারণ মানুষও যেন নিজেদের অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে এটিই আল্লাহ্‌র কাছে আমার দোয়া তা সে আলেমদের মধ্য থেকে হোক বা নেতাদের মধ্য থেকেই হোক। যুগের অবস্থা দেখা সত্ত্বেও তারা যেন জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে তাদের অন্ধ অনুসরণ না করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বাসনানুসারে আমরা একটি উত্তম ইসলামিক সাম্রাজ্য দেখতে পাবো এটিই খোদার দরবারে আমার প্রত্যাশা। আর এটিই হচ্ছে একমাত্র সমাধান যা জগতকে বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করতে পারে। দোয়া করি জগদ্বাসী যেন তা বুঝতে সক্ষম হয়।

আজও একটি জানাযা হবে। আমি নামাযের পর বাহিরে গিয়ে জানাযার নামায পড়াবো। মুসল্লীরা মসজিদেই নামায পড়বেন। এই জানাযাটি হচ্ছে জিলিংহামের শেখ নাসির আহমদ সাহেবের ছেলে স্নেহের মুসাওয়ের আহমদের। তিনি গত ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১২ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ২৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ।

মরহুম মাস্কুলার ডিস্ট্রফি রোগে ভুগছিলেন। এ কারণে বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে মাংস পেশী দুর্বল হতে থাকে। তিনি প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও জিলিংহাম জামাতের বিভিন্ন পদে কাজ করার সুযোগ পান। তার উপর যে দায়িত্বই অর্পিত হতো তা পূর্ণ মনোযোগ ও দায়িত্বশীলতার সাথে পালন করতেন। হুইল চেয়ার নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও (প্রতিবন্ধী) গভীর সচেতনতা দ্রুততা ও পরিশ্রমের সাথে কাজ করতেন। চাঁদা ও অন্যান্য সৎকর্ম সমূহে অংশগ্রহণ করতেন। নেক ও ধর্মানুরাগী ছিলেন। খিলাফতের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি একজন নিষ্ঠাবান মেধাবী ও যোগ্য মানুষ ছিলেন। প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া সম্পন্ন করেন তারপর ব্যাংকে চাকরী করেন। পদোন্নতি হয়ে সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। কর্মকর্তাগণ তার কাজে খুবই

সন্তুষ্ট ছিলেন। তার পরিবারের মধ্যে মা-বাবা ব্যতীত এক ভাইও রয়েছে। সেও একই রোগে আক্রান্ত অর্থাৎ মাংস পেশীর রোগে আক্রান্ত। এই ছেলেটি ইংল্যান্ডের সাবেক মোবাল্লেগ শেখ মোবারক আহমদ সাহেবের খুব সম্ভব ভাইয়ের কন্যা পক্ষের পৌত্র ও দৌহিত্র ছিল। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের রূহের মাগফিরাত করুন আর স্বীয় সন্তুষ্টির জান্নাতে স্থান দিন। তার আত্মীয় স্বজন, মা-বাবা ও ভাইকে ধৈর্য দিন, আমীন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)